ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ
তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর,
খুমলুঙ , পশ্চিম ত্রিপুরা

==========

দেওয়ালী উপলক্ষ্যে এডিসির চেয়ারম্যান ও মুখ্য নির্বাহী সদস্যের শুভেচ্ছা

এডিসি।স-৩০৩
খুমলুঙ,০৭। ১১। ১৫ইং

==========

স্বশাসিত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ড. রণজিৎ দেববর্মা দেওয়ালী উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীর প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছ জানান । দিওয়ালী হচ্ছে আলোর উৎসব এই আলোর ন্যায় সর্বত্র শান্তি-সম্প্রীতি মজবুত হবে বলে ড. দেববর্মা আশা ব্যক্ত করেন।

এদিকে এউপলক্ষ্যে পৃথক বার্তায় রাজ্যবাসীর প্রতি হার্ডিক শুভেচ্ছা জানান মুখ্য নির্বাহী সদস্য শ্রীরাধাচরণ দেববর্মা। এই উৎসবের মধ্য দিয়ে চিরাচরিত সর্বধর্মের পীঠস্থানের ঐক্য আরও সুদৃঢ় হবে বলে শ্রীদেববর্মা আশা পোষণ করেন।

এডিসিঃ ৫২৭ ভিলেজ পিছু ৫টি করে ফুটবল দেওয়া হবে--শ্রীপরীক্ষিত মুড়াসিং

এডিসি।স-৩০৪
খুমলুঙ,০৭। ১১। ১৫ইং

==========

এডিসি এলাকার খেলাধূলার মানোন্নয়নে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা খরচ করার পরিকল্পনা নেওয় হয়েছে। জানিয়েছেনক্রীড়া ও যুব কর্মসূচী দপ্তরের নির্বাহী সদস্য শ্রীপরীক্ষিত মুড়াসিং ।

গতকাল এডিসির অধিবেশনেক্রীড়া ও যুব কর্মসূচী দপ্তরের নির্বাহী সদস্য শ্রীমুড়াসিং সদস্য শ্রীরমেন্দ্র দেববর্মার লিখিত প্রশ্নের জবাবে এতথ্য দেন। তিনি জানান ৩৭৫২ জনকে এই পরিকল্পনায় আওতায় আনা হবে। তিনি আরও জানান ৫২৭টি ভিলেজ কমিটিতে ভিলেজ পিছু ৫টি, মোট ২৬৩৫টি ফুটবল দেওয়া হবে। পরিকল্পনা উদ্দেশ সম্পর্কে তিনি জানান এডিসি এলাকার বসবাসকারী উপজাতি ছাত্রছাত্রী যুবক-যুবতীদের পড়াশুনার সাথে সাথে খেলাধূলায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক গঠন করা । এছাড়া তিনি জানান জিমনাস্টিক, জুডু, ফুটবল এবং ভারোওলন ইত্যাদি খেলার জাতীয় স্তরে উন্নীত করা । ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগেপরিকল্পনাগুলো তিনি জানান জিমন্যাষ্টিক কোচিং সেন্টার, প্রতিটি এডিসি ভিলেজে৫টা করে ফুটবল বিলি বন্টন, জুডু হল মেরামত, সিক্কা ফান মোট ৬টা, এর মধ্যে খুমলুঙ হেডকোয়াটারেটা, আর ১টা করে প্রতিটি জোনাল এলাকায় ফুটবল টুর্নামেন্ট (পুরুষ) মোট ৫টা জোন্যালেরঅন্তর্গত, ৩২টি সাব জোন্যাল এলাকায় এই ফুটবল টুর্নামেন্ট করা হবে। টুর্নামেন্টেখেলোয়াড়দেরজন্য জার্সি, ফুটবল এবং সু ইত্যাদি থাকবে।

এছাড়া তিনি জানান জুডু কোচিং সেন্টার, মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট মোট ১০টা সাব-জোন্যাল এলাকায় করা হবে । ৩২টি সাব-জোন্যালেফুটবল কোচিং ক্যাম্প করা । এছাড়াও তিনি জানান উয়েটলিফটিং প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ করা ও

প্রশিক্ষণ করা, উয়েটলিফটিং ছাত্রছাত্রীদের কোচিং করার জন্য কোচদেরঅনারিয়াম, ফুটবল মাঠ এবং গোলপোষ্টউন্নত করা, সাব-জোন্যাল লেবেলসাঁতার কাটার প্রশিক্ষণ মোট ৪৯৫ জন এবং ৩৩টি সাব-জোন্যাল এলাকায় করা হবে।

তাছাড়া প্রতিটি এডিসি ভিলেজ এলাকায় ক্লাবগুলিতে ভলিবল এবং নেট বিলিবন্টন করা হবে, জুডু ছাত্রছাত্রীদেরকে শীত কালীন পোষাক দেওয়া হবে। জিমন্যাষ্টিক ছাত্রছাত্রীদেরকে শীত কালীন পোষাক দেওয়া হবে তাছাড়াও সাব-জোন্যাল এবং জোন্যাল লেবেলেরা চ্যাম্পিয়ান হবে তাদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হবে। কেরামবো বিতরণ করা হবে প্রতিটি এডিসি ভিলেজেরঅধীন ক্লাবগুলিতে।

এডিসি পরিচালিত ৫টি পশু খামার রয়েছে-শ্রীশান্তনুজমাতিয়া

এডিসি।স-৩০৫
খুমুলুঙ,০৭। ১১। ১৫ইং

==========

এডিসি পরিচালিত ৫টি পশু পালন খামার রয়েছে। জানিয়েছেনপ্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের নির্বাহী সদস্য শ্রীশান্তনু জমাতিয়া ।

গতকাল এডিসির অধিবেশনেপ্রশ্নোত্তর পর্বে প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের নির্বাহী সদস্য শ্রীজমাতিয়া সদস্য শ্রীললিত দেবনাথেরলিখিত প্রশ্নের জবাবে এতথ্য দেন। তিনি জানান অর্থ স্বনির্ভর করার ১৩টি প্রকল্প হাতে নেওয় হয়েছে। এর মধ্যে শূকর পালন প্রকল্পে ৫২৭ পরিবার, ছাগল পালন প্রকল্প ৪০০ পরিবার, মুরগী পালন প্রকল্প ১১,৭৭০ পরিবার, পি. ডি. এফ. ফান্ডে মোরগ পালন প্রকল্পে ৪,৩৭৫ পরিবার, এফ. আর.. এ বেনিফিসিয়ারীদেরজন্য শূকর পালন প্রকল্পে ৪৩২ পরিবার, বি. আর. পি প্রকল্পে শূকর ও ছাগল পালনে ৪০ পরিবার ।

এছাড়া দুগ্ধ প্রকল্পে গাভী বিতরণে ৪০ পরিবার, আর এডিপি প্রকল্পে ৪৮ পরিবার, উন্নত প্রজাতির শূকর ছানা উৎপাদন প্রকল্পে ১৬ পরিবার, এন. এম. পি. এস. প্রকল্পে ছাগল বিতরণ ২৪০ পরিবার, দুগ্ধ সমবায় গঠন প্রকল্পে ১০০ পরিবার, এম. জি. এন. রেগা প্রকল্পে ৩,৩৫৪ পরিবার, জুমিয়া পরিবারকে সহায়তা ৯০০ পরিবার। তিনি জানান এই প্রকল্পগউলোর আওতায় ২২,২৪২ পরিবারকে অন্তর্ভূক্ত করা হবে। এতে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে১১ কোটি ৩৯ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা । তিনি আরও জানান প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী এডিসি এলাকায় মাথা পিছু বছরে মাংস ৯.৫৭ কেজি এবং দিনে দুধ ৮৯.১২ গ্রাম উৎপাদন হচ্ছে।

এডিসি এলাকায় হার্ডকোর জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা হচ্ছে ৮, ১৯০ পরিবার--শ্রীপ্রতিরাম ত্রিপুরা

এডিসি।স-৩০৬
খুমুলুঙ,০৭। ১১। ১৫ইং

==========

এডিসি এলাকায় হার্ডকোর জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা হচ্ছে ৮, ১৯০ পরিবার । জানালেন কৃষি বিভাগের নির্বাহী সদস্য শ্রীপ্রতিরাম ত্রিপুরা ।

গত ৫ নভেম্বর এডিসির অধিবেশনেপ্রশ্নোত্তর পর্বে কৃষি বিভাগের নির্বাহী সদস্য শ্রীত্রিপুরা সদস্য শ্রীললিত দেবনাথেরলিখিত প্রশ্নের জবাবে এতথ্য দেন। এপ্রসঙ্গেঁ তিনি জানান দশদা সাব জোন্যালে১২২২- পরিবার, ছামনুতে ৩৫৯২ পরিবার, আমবাসা১০৪৬ পরিবার, মুঙ্গিঁয়াকামীতে ৮৫ পরিবার, মনু বনকুলে ১০০ পরিবার, গন্ডাছড়ায় ১৩১৯ পরিবার, মনুঘাটে ৮২৬ পরিবার । তিনি জানান এই পরিবারগুলিকে বিভিন্ন দপ্তরের সহায়তায় যৌথভা বিভিন্ন প্রকল্পকে যুক্ত করে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য একান্ত পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে৷ এই পরিকল্পনা চুড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছেবলে তিনি জানান । ধাপে ধাপে ২০১৫-১৬ থেকে২০১৯-২০ বছরের মধ্যে সবক্ষেত্রেউন্নত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে৷

তিনি জানান তাদেরকেসারা বছর বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে যুক্ত রাখা হবে। এই পরিকল্পনা মানে এন্ট্রি পয়েন্ট একটিভিটিসের মধ্যে রয়েছেপানীয় জলের ব্যবস্থা, গৃহের ব্যবস্থা করা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিদ্যুৎকরণ, তাছাড়া কৃষি উদ্যান, প্রাণী সম্পদ দপ্তর, মৎস্য দপ্তর, বনদপ্তর ও উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচী যুক্ত করে সাহায্য করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও জানান গৃহীত পরিকল্পনা এখনো কার্যকর হয় নাই । তবে যেহেতুপরিকল্পনা চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে এবং এই পরিকল্পনায় এই অর্থ বৎসরেই ৫(পাঁচ)টি সাবজোন এর মধ্যে থেকে৯(নয়)টি ভিলেজ কমিটি থেকে মোট ৩,২৭৩ জন হার্ডকোর জুমিয়াকে এই অর্থ বৎসর থেকেসাহায্য করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে৷

এডিসিঃ নিজস্ব সংস্কৃতিকে বিকশিত করতে ৩৬ লক্ষ ৫ হাজার টাকা বরাদ্ধ-শ্রীপরীক্ষিত মুড়াসিং

এডিসি।স-৩০৭
খুমুলুঙ,০৭। ১১। ১৫ইং

==========

প্রতিটি উপজাতি জনগোষ্ঠী যেন সমান ভাবে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে বিকশিত করতে এডিসির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে । এতে ব্যয় ধরা হয়েছে৩৬ লক্ষ ৫ হাজার টাকা । এই তথ্য দিলেন তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের নির্বাহী সদস্য শ্রীপরীক্ষিত মুড়াসিং ।

গতকাল এডিসির অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের নির্বাহী সদস্য শ্রীমুড়াসিং সদস্য শ্রীজয়কিশোর জমাতিয়ার লিখিত প্রশ্নের জবাবে এতথ্য দেন। ১৯টি উপজাতি জনগোষ্ঠীকেএর আওতায় অন্তর্ভূক্ত হবে বলে তিনি জানান । তিনি জানান প্রত্যেক উপজাতি জনগোষ্ঠী তার নিজস্ব নাচ গান নিয়ে ১০ দিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি জানান উপজাতিদের চিরাচরিত নাচ গানকে তার নিজস্বতা নজায় রেখেআধুনিকতার সাথে সংমিশ্রণ করা যাতে আরো চিত্তাকর্ষণ হয়ে ওঠে। তিনি আরও জানান উপজাতিদের গানকে আরো বিকাশের জন্য ''ত্রিপুরা ট্রাইবেল ফোক্ মিউজিক কলেজের'' মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের ককবরক গানের সিডি তৈরী করা হবে। এছাড়া তিনি জানান ককবরক নাটককে আরো জনপ্রির করার জন্য 'ককবরক নাট্যোৎসব' করা হবে। এছাড়াও তিনি জানান উপজাতি সংস্কৃতি প্রেমীদেরআরো অনুপ্রেরণার জন্য বিনামূল্যে বাদ্যযন্ত্র বিতরণ করা হবে। তাছাড়া তিনি জানান উপজাতিদের লোক কাহিনী এবং ঐতিগাসিক কাহিনীর প্রেক্ষাপটে২ (দুই)টি ককবরক ছায়াছবি নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছেএবং ব্যান্ড পার্টিদেরকেবিনামূল্যে পোষাক বিতরণ করা হবে। তাছাড়াও তিনি জানান প্রতি বছরের ন্যায় এবছর ও 'আদিবাসী সাহিত্য ও সংস্কৃতি মেলা' করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে৷

উত্তর জোন্যাল অফিসে মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক শ্রীঅভিষেক সিংএর সভাপতিত্বে পর্যালোচনা সভা

এডিসি।স-৩০৮
খুমলুঙ,০৭। ১১। ১৫ইং

==========

==========

গতকাল মাছমারা উত্তর জোন্যাল অফিসের মিলনায়তনে মুখ্য নির্বাহী সদস্য শ্রীঅভিষেক সিংএর সভাপতিত্বে জোন্যালএলাকার কর্মসূচীগুলো নিয়ে পর্যলোচনা সভা হয় । সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক শ্রীসুবিকাশ দেববর্মা, উত্তর জোন্যাল আধিকারিক শ্রীহীরেন্দ্র দেববর্মা সহ জোন্যাল পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ । এছাড়া বি. ডি. ও. ও সাব জে. ডি. ওগণ উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় এম. জি. এন. রেগার কৃষি, মৎস্য, যোগাযোগেরজন্য রাস্তা নির্মাণ, পানীয় জল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অঙ্গনাওয়াদী সহ বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় । সভায় উত্তর জোন্যাল এলাকার পশ্চিম ভান্ডারীমা, পূর্ব ভান্ডারীমা, কালাপানীয়া এবং শাখান শরমুন এই ৪টি ভিলেজকমিটির ১২১২ জন বেনিফিসিয়ারীকেবিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে সহায়তা করার মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক নির্দেশ দেন।

এদিকে গত ৫ নভেম্বর মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক শ্রীঅভিষেক সিং উত্তর জোন্যাল এলাকায় এডিসি ও রাজ্য সরকারের রূপায়িত কর্মসূচীগুলো সরজমিনে পরিদর্শন করেন । এই পরিদর্শন কালে তিনি মাছমারা এলাকায় নবীনছড়া কনিপাড়া, দামছড়া ব্লকের খেদাছড়া পন্ডিরাম পাড়ায় ছাত্রীবাস লালমোহন পাড়া, নরেন্দ্রনগর কৃষি দপ্তরের বিভিন্ন ফলের বাগান, প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের ব্রয়েলার সেডগুলোঘুরে ঘুরে দেখেন। পরিদর্শন কালে তিনি সেখানকার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন।